প্রথম আলো বাংলাদেশ

জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশনের সুপারিশ

সর্বোচ্চ ৮০ হাজার, সর্বনিম্ন ৮২০০ টাকা বেতন

নিজস্ব প্রতিবেদক | আপডেট: ০২:৩৬, ডিসেম্বর ২২, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন বেতনকাঠামোর সুপারিশ করেছে জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশন। এতে সর্বনিম্ন ৮ হাজার ২০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৮০ হাজার টাকা মূল বেতনের সুপারিশ করা হয়। বর্তমানে প্রায় ১৪ লাখ সরকারি চাকরিজীবী রয়েছেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সব সদস্যকে নিয়ে গতকাল রোববার সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবেদন জমা দেন। কমিশন এবার ৬৭ দশমিক ৭ শতাংশ বেতন বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। এর আগে সাতবার বেতন বাড়ানো হয়। সপ্তম বারে ৬৩ শতাংশ বেতন বাড়ানো হয়েছিল।

নতুন কাঠামোতে বর্তমানের ২০ ধাপের (গ্রেড) পরিবর্তে সুপারিশ করা হয়েছে ১৬ ধাপ। এসব তথ্য জানিয়ে প্রতিবেদনের মূল সুপারিশগুলো সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। সুপারিশ তৈরিতে ছয় বছরের পুঞ্জীভূত মূল্যস্ফীতি, প্রতিবেশী দেশের বেতনাদি ও বেসরকারি খাতের সঙ্গে তুলনামূলক সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পাঁচ বছর পর সরকারি চাকুরেদের বেতন বাড়ানোর সুপারিশ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রশ্ন উঠতে পারে বৃদ্ধির মাত্রা নিয়ে।

মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, এই বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য বাড়তি অর্থের জোগান দিতে বাজেটে ঘাটতির মাত্রা বেড়ে যায় কি না। আবার অন্যদিকে রাজস্ব সংগ্রহের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরেও ভালো হয়নি, এবারও তেমন হচ্ছে না। ফলে বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য সরকারকে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণও নিতে হতে পারে।

কোন ধাপে কত: প্রথম ধাপে বেতনকাঠামো সুপারিশ করা হয়েছে ৮০ হাজার টাকা নির্ধারিত। বর্তমানে তা ৪০ হাজার টাকা। এই নির্ধারিতের মানে হচ্ছে অন্য সব ধাপের মতো এতেও বাড়িভাড়াসহ অন্য সব সুবিধা থাকবে। ফরাসউদ্দিন জানান, যাঁরা সচিব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁদের নীতিনির্ধারণী ও সমন্বয়ের কাজে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর স্বীকৃতিস্বরূপ ৫ শতাংশ হারে অর্থাৎ তাঁদের আরও চার হাজার টাকা অতিরিক্ত বেতনের সুপারিশ করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে মূল বেতনের সুপারিশ এসেছে ৭০ হাজার টাকা, বর্তমানে তা ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা। এভাবে তৃতীয় ধাপে বর্তমানের ২৯ হাজার টাকার পরিবর্তে ৬০ হাজার, চতুর্থ ধাপে বর্তমানের ২৫ হাজার ৭৫০ টাকার পরিবর্তে ৫২ হাজার, পঞ্চম ধাপে ২২ হাজার ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৪৫ হাজার, ষষ্ঠতে ১৮ হাজার ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৩৭ হাজার, সপ্তমে ১৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩২ হাজার টাকা সুপারিশ করা হয়েছে।

বর্তমানে অষ্টম ধাপে ১২ হাজার ও নবম ধাপে ১১ হাজার টাকা মূল বেতন রয়েছে। এই দুটি মিলিয়ে করা হয়েছে অষ্টম ধাপ। এর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ২৫ হাজার টাকা।

মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে এই সুপারিশটি করা হয়েছে বলে জানান ফরাসউদ্দিন।

এ ছাড়া নবম ধাপে ১৭ হাজার, দশমে আট হাজারের পরিবর্তে ১৩ হাজার এবং একাদশে ছয় হাজার ৪০০ টাকার পরিবর্তে ১১ হাজার ৫০০ টাকা সুপারিশ করা হয়েছে।

বর্তমানে দ্বাদশ ধাপে ৫ হাজার ৯০০ ও ত্রয়োদশ ধাপে ৫ হাজার ৫০০ টাকা মূল বেতন। এই দুটি মিলিয়ে নতুন দ্বাদশ ধাপের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ১১ হাজার ৫০০ টাকা। এ ছাড়া ত্রয়োদশ ধাপে ১০ হাজার, চতুর্দশ ধাপে বর্তমানের ৫ হাজার ২০০ টাকার পরিবর্তে ৯ হাজার ৫০০ টাকা সুপারিশ করা হয়েছে।

বর্তমানের সপ্তদশ ধাপে মূল বেতন ৪ হাজার ৫০০ ও অষ্টাদশ ধাপে ৪ হাজার ৪০০ টাকা। এই দুটি মিলিয়ে নতুন কাঠামোতে করা হয়েছে পঞ্চদশ ধাপ, যার জন্য সুপারিশ নয় হাজার টাকা।

বর্তমানের ১৯তম ধাপের বেতন ৪ হাজার ২৫০ টাকা ও ২০তমের চার হাজার ১০০ টাকা। এই দুটি মিলিয়ে করা হয়েছে ষষ্ঠদশ ধাপ, যার মূল বেতন সুপারিশ করা হয়েছে ৮ হাজার ২০০ টাকা।

প্রতিবেদনে একেবারেই নতুন সুপারিশ করা হয়েছে বিমা বিষয়ে। সরকারি চাকরিজীবীর নামে মাসে ৫০০ টাকা করে প্রিমিয়াম জমা হবে। এর মধ্যে ৪০০ টাকা যাবে স্বাস্থ্যবিমা খাতে, ১০০ টাকা যাবে জীবনবিমা তহবিলে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর অর্থমন্ত্রী বলেন, ‘এ পর্যন্ত যা

শুনলাম, মনে হয় ভালোই হবে প্রতিবেদনটি। মাত্র তো পেলাম। আমরা এখন এটি পর্যালোচনা করব। এ জন্য একটি কমিটি করা হবে। মোটা দাগে কিছু বিষয় ঠিক করে (ব্রড গাইডলাইন) বাস্তবায়ন করব পর্যায়ক্রমে। আমাদের ইচ্ছেটা হলো আগামী বছরের ১ জুলাই থেকে প্রতিবেদনের সুপারিশ কার্যকর করা।'

সুপারিশ বাস্তবায়নের অর্থ কোথা থেকে আসবে জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বাস্তবায়নের জন্য আমরা বাজেটেই বরাদ্দ রেখেছি। চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।' সুতরাং সরকারের হাতে অর্থ আছে। মূল্যস্ফীতি বাড়বে কিনা জানতে চাইলে মুহিত বলেন, 'না। কোনোভাবেই না (নো, অ্যাবসলিউটলি নো)।'

মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বেতন বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উঠলেই ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেন। আবার বেসরকারি খাতেও একটা চাপ তৈরি হয়। তখন মূল্যস্ফীতি বাড়ে। তবে এবারের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশে তত না-ও বাড়তে পারে, সরকার যদি ব্যবসায়ীদের অহেতুক দাম বৃদ্ধির প্রবণতাটা দক্ষতার সঙ্গে নজরদারিতে রাখে।